রাজধানীর কদমতলী ও সাভারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর গভীর উদ্বেগ

রাজধানীর কদমতলী ও সাভারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে তিনজন ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, ৩ মার্চ ২০১৪ সকালে কদমতলীতে র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ২ জন এবং ২ মার্চ ২০১৪ রাতে সাভারে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে একজনের মৃত্যু হয়। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্রসূত্রে ও আসক-এর নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, জানুয়ারি মাসে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ৩৩ জন এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ১৬ জনের মৃত্যু ঘটেছে।

আমরা লক্ষ্য করছি, সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের মৃত্যুর ঘটনা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। আমরা মনে করি, কেউ অপরাধ করলে বা অপরাধের সাথে জড়িত থাকলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং যে কোনরকম বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যেন না ঘটে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রকে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমরা এও মনে করি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে বন্দিদের সুরক্ষা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যেকোনো নাগরিকের অধিকার এবং ৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে, আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। বাংলাদেশ সংবিধানের এসব বিধান মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কিত পর্যাবৃত্ত পর্যালোচনায় ক্ষমতাসীন সরকার পরপর দুবার বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাদের 'শূণ্য সহনশীলতা' বা 'জিরো টলারেন্স' নীতি ব্যক্ত করেছেন। বৈশ্বিক পর্যায়ে এ ধরনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেও জাতীয় পর্যায়ে আমরা এসব অভিযোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন নজির দেখতে পাচ্ছি না।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) দাবি জানায়– সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে অতিদ্রুত যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।